শাওনশেষে পাথরের রাজ্যে

এই বরষায় কোথায় বেড়ানো যায়, তা নিয়ে ভাবছেন! হাতে ছুটিও বেশিদিন নেই!!

যদি সবুজ পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির খুব কাছে গিয়ে শহরের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে ক্ষণিকের ছুটি চান, তাহলে সিলেটের বিছানাকান্দি হতে পারে একেবারে আদর্শ এক জায়গা। নাম শুনে বুঝতে পারছেন কান্দি মানে স্থানীয় ভাষায় পাথর, বিছানাকান্দি মানে পাথরের বিছানা।

বিছানাকান্দি আপনার জন্য সেই পাথরের রাজ্য নিয়ে বসে আছে। পাথরের সেই রাজ্যের চারপাশে আছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সুউচ্চ সব পাহাড়। চারদিকে যতদূর দেখা যায় বিছানাকান্দির– সব পাথর আর পাথর। এরই মাঝে পাহাড় আর পাথরের সেই রাজ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে খাল। সেই খালের নীল স্বচ্ছ পানিতে গা এলিয়ে দিলে জীবনের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, ক্ষণিকের এই জীবনকে বড্ড বেশি ভালো লাগতে শুরু করে। বিছানাকান্দি এমনই এক জায়গা, যে জায়গা ছেড়ে আসতে কারোরই ইচ্ছা করবে না। ফিরে আসার সময় পথটা বড্ড মনে হবে পাথরের রাজ্যের হাজার রকম ও রঙের পাথর। সঙ্গে সবুজঘেরা সব বিশাল বিশাল পাথর আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে যাবে অনন্তকাল।

বরষায় বিছানাকান্দির সেই পাথরের রাজ্য তার সব সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যেন মেলার আয়োজন করে থাকে, আর সঙ্গে সিলেটের দুনিয়াসেরা বৃষ্টি তো আছে। হুঁ, পৃথিবীর সব মানুষকে দুইভাগে ভাগ করে যে বৃষ্টি– যারা এই বৃষ্টি দেখেছে আর যারা দেখেনি।

কীভাবে যাবেন : ঢাকা থেকে সিলেটের যে কোনো বাসে বা ট্রেনে প্রথমে সিলেট শহর। শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএনজি বা ময়ূরী/ইঞ্জিনবাইক ভাড়া করে হাদারপাড় যেতে হবে। শহর থেকে লেগুনাও যায়। হাদারপাড় দেড় থেকে দুই ঘণ্টার পথ।

হাদারপাড় থেকে বিছানাকান্দি হেঁটে যেতে লাগবে আধা থেকে একঘণ্টা। আর সিএনজি বা ইজিবাইক ভাড়া করে থাকলে একেবারে সরাসরি চলে যেতে পারবেন বিছানাকান্দি। হাদারপাড় নেমে খিচুড়ি খেতে ভুলবেন না যেন!

আরেকটা কথা, ওখানে হোটেল-মোটেল গড়ে ওঠেনি। তাই সিলেট শহরেই আপনাকে থাকতে হবে। ■

ছবি ও লেখা : **রাফি ফেরদৌস**